সংস্কারহীন থেকে গেল শিক্ষা খাত

এম এইচ রবিন
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সরকার গঠনের শুরুতেই উপদেষ্টা পরিষদে শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। একই সময়ে প্রধান উপদেষ্টার তিন বিশেষ সহকারীর একজন হিসেবে অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত কার্যক্রমে উপদেষ্টাকে সহযোগিতা করেন। তবে গত বছর মার্চ মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরারের (সি আর আবরার) হাতে ন্যস্ত হলে অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম তার বিশেষ সহকারীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান। দেড় বছরের ব্যবধানে এভাবেই শিক্ষা খাতে তিনজন উপদেষ্টার দায়িত্ব পরিবর্তন ঘটে।

অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসন, নির্বাচন, বিচার ও অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে একাধিক কমিশন ও কমিটি গঠন করলেও শিক্ষা খাত থেকে যায় কার্যত উপেক্ষিত। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের আলোচনায় থাকা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবি জোরালো হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত সংকট, বৈষম্য, মানোন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা ইত্যাদি সব প্রশ্নই অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে থাকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মূলত সীমাবদ্ধ ছিল গতানুগতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ, পদোন্নতি কার্যক্রম, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি এবং বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা আংশিক বৃদ্ধিÑ এসব রুটিন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার নিয়ে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেখা যায়নি।

সংস্কার কমিশনের অভাব: শিক্ষাবিদদের মতে, দেশে বিদ্যমান বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা- সরকারি ও বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা, কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা- একীভূত করে একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল; কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

এ বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা খাত নিয়ে নতুনভাবে ভাবার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ ছিল; কিন্তু শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন না হওয়ায় আমরা সেই কাঠামোগত আলোচনাতেই যেতে পারিনি।'

শিক্ষা উপদেষ্টার ব্যাখ্যা: তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার মনে করেন, সীমিত সময় ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে বড় পরিসরের সংস্কার সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। আমরা শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি ও আর্থিক সুবিধাগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। বড় ধরনের শিক্ষা সংস্কার আগামী নির্বাচিত সরকারের হাতেই থাকা উচিত- এটাই প্রত্যাশা।'

নিয়োগ, ভাতা ও হতাশা: এই সময়ে কয়েকটি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ও পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এর স্বচ্ছতা ও দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকরা। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, নিয়োগ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতের শিক্ষক চাহিদা নিয়ে কোনো গবেষণা দেখা যায় না।

অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা আংশিক বৃদ্ধি শিক্ষক সমাজে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনলেও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নেতা নজরুল ইসলাম রনি বলেন, 'ভাতা বৃদ্ধি ইতিবাচক, তবে চাকরির নিরাপত্তা, পেনশন ও পেশাগত মর্যাদার মতো মৌলিক বিষয়গুলো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।'

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও হতাশা স্পষ্ট। রাজধানীর বাসিন্দা এক অভিভাবক শামীমা আক্তার বলেন, 'শিক্ষা এখন পুরোপুরি পরীক্ষানির্ভর। শিশুদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশ উপেক্ষিত।' কলেজ শিক্ষার্থী মো. আল-আমিনের ভাষ্য, 'আমরা শুধু সিলেবাস শেষ করার দৌড়ে আছি। দক্ষতা উন্নয়ন বা কর্মমুখী শিক্ষার কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষা সংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ড. মনজুর আহমেদ বলেন, 'শিক্ষা সংস্কার বিলম্বিত মানেই একটি প্রজন্মকে পিছিয়ে দেওয়া।'

সব মিলিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে নীতিগত সাহসী সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংস্কার কমিশনের অনুপস্থিতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।